এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২
(Agricultural Innovation Fund-AIF-2)

ব্যবহার নির্দেশিকা (ম্যানুয়াল)
(Operational Guidelines)

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) : প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
www.natpdls.gov.bd

পটভূমি

বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি। এ খাতটি মূলত ছিল পারিবারিক কৃষি উৎপাদন ও জীবিকা নির্ভর। বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম পারিবারিক থেকে ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিকীকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়াটিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষক পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এনএটিপি-২ এর আওতায় কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কৃষক পর্যায়ে তা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে যোগ্য সিআইজি, প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও) এবং গ্রামীণ কৃষি ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহকে "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক অনুদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় উদ্ভাবনী কৃষি কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সুফলভোগীদের প্রতিযোগিতামূলক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে এই অনুদান একটি তহবিল থেকে প্রদান করা হবে, যা Agricultural Innovation Fund (AIF) নামে পরিচিত।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক প্রাণিসম্পদ খামারীদের নিজস্ব তহবিলের অনুপস্থিতিতে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণপূর্বক উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভেলুচেইন উন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে বিনিয়োগ সহায়তায় Agricultural Innovation Fund-2 (AIF-2) এর আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক প্রাণিসম্পদ কৃষক/খামারীদের "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সুযোগ করা হয়েছে। এই আর্থিক সহায়তা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারীদের সঞ্চয় কার্যক্রম ও উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে বিনিয়োগে উদ্দীপিত করবে, যা সিআইজিকে সংহত ও টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করবে।

ম্যাচিং গ্রান্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্য হচ্ছে ঃ

১. স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিআইজিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীক সম্প্রসারণ এপ্রোচকে শক্তিশালী করা;
২. বাজার সুবিধার সাথে শক্তিশালী সংযোগ স্থাপনের জন্য সিআইজিগুলোর (পুরাতন ও নতুন সিআইজি) দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ পদ্ধতি বিকশিতকরণে উৎসাহিত করা।

AIF-2 ম্যাচিং গ্রান্ট ব্যবহারে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনায় এই ম্যানুয়ালটিতে প্রয়োজনীয় ব্যবহার নির্দেশণাসহ অনুদান প্রদান ব্যবস্থাপনায় সহজীকরণে সহায়তা করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) : প্রাণিসম্পদ অংগ
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর আওতায়
এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ (Agricultural Innovation Fund-AIF-2) বাস্তবায়ন

এনএটিপি-২ এর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য খামারীদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদানের অন্যতম উদ্যোগ হলো Agricultural Innovation Fund (AIF)। প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদানে এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড বা প্রতিযোগিতামূলক "ম্যাচিং গ্রান্ট" হিসাবে অনুদান প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। নিম্নোক্ত ৩টি উদ্দেশ্যে এবং ক্ষেত্রে এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড ব্যবহৃত হবে ঃ

১) এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-১ (AIF-1) ঃ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এআইএফ-১ থেকে অনুদান হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এআইএফ-১ এর ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পে USAID কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক অনুদানের সমুদয় অর্থ কেবলমাত্র AIF-1 কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে।

২) এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ (AIF-2) ঃ গবেষণায় উদ্ভাবিত নতুন নতুন প্রযুক্তি অনুসরণ করার জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারীদের সিআইজিদের মাধ্যমে এআইএফ-২ থেকে "ম্যাচিং গ্রান্ট" হিসাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক এআইএফ-২ এর ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৩) এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ (AIF-3) ঃ উৎপাদিত পণ্য পরিবহণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরীতে "ম্যাচিং গ্রান্ট" হিসেবে এআইএফ-৩ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক এআইএফ-৩ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২. এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ (AIF-2) এর উদ্দেশ্য ঃ

এনএটিপি-২ এর স্কেল-আপ কৌশলগুলির মধ্যে এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ (AIF-2) হলো অন্যতম একটি স্তম্ভ। এনএটিপি-২ প্রকল্প এলাকার সুফলভোগী কৃষক/খামারীদের নিকট এনএটিপি-১ এর অভিজ্ঞতার আলোকে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং কৃষক/খামারী/গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের বাজার প্রবেশাধিকার সুবিধার জন্য সরাসরি অর্থায়নের উদ্দেশ্যে AIF-2 তহবিল গঠিত হয়েছে। এই তহবিল থেকে প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের (সিআইজি) প্রতিযোগিতামূলক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) প্রদান করা হবে। এআইএফ-২ থেকে অনুদান হিসাবে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে (১) ক্ষুদ্র কৃষক/খামারীদের উৎপাদিত পণ্যের শক্তিশালী বাজার সংযোগ স্থাপন সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা হবে; (২) কৃষক/খামারীগণ সহজেই উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে সক্ষম হবে।

এআইএফ-২ হচ্ছে অফেরতযোগ্য "ম্যাচিং গ্রান্ট" যা সিআইজিভূক্ত ক্ষুদ্র কৃষক/খামারীদের সংগঠিত করবে এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এই অর্থ ব্যবসায়িক মডেল তৈরি এবং আগাম বাজার প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টিসহ মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণে সিআইজিদের "সিড মানি" হিসাবে সম্পদের যোগান দেবে। তাছাড়া সিআইজি খামারের উৎপাদন কার্যক্রম এবং উদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসা স্থাপন ও বাণিজ্যিকীকরণের জন্য এআইএফ-২ কৃষক/খামারীদের সহায়তা প্রদান করবে।

৩. এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ (AIF-2) ম্যানুয়াল এর উদ্দেশ্য ঃ

কৃষিজ উদ্ভাবনী কার্যক্রমের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে AIF-2 এর তহবিল ব্যবহার করা হবে, যা প্রতিযোগিতামূলক বাছাইয়ের ভিত্তিতে সিআইজিদের প্রদান করা হবে। প্রযুক্তি গ্রহণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার অংশগ্রহণ কার্যক্রমে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুদান প্রদানের নিমিত্ত উপযুক্ত সিআইজি বাছাইয়ে কিছু নির্দেশনা ও অপারেশন প্রক্রিয়াকে এই ম্যানুয়ালে উপস্থাপন করা হয়েছে। দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে এনএটিপি-২ এর আওতায় "ম্যাচিং গ্রান্ট" পরিচালনার জন্য এই ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩.১ এই ম্যানুয়ালে রয়েছে ঃ

- AIF-2 অনুদানের জন্য সিআইজি যোগ্যতার মানদন্ড ও উপ-প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া।
- AIF-2 তহবিল ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ব্যবহারকারী ও স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক হিসাব ব্যবস্থাপনা নীতি, বাজেট প্রণয়ন, হিসাব সংরক্ষণ ও প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নির্দেশনা।
- উপ-প্রকল্প প্রস্তুতিতে সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের সঙ্গে যথাযথ মিল রেখে চাহিদা ভিত্তিক থিমেটিক (thematic) এলাকা সনাক্তকরণের বিষয়ে নির্দেশনা।
- AIF-2 তহবিল পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বজায় রাখার প্রক্রিয়া।

৪. এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ (AIF-2) পরিচালনায় মৌলিক নীতিমালা ঃ

প্রাণিসম্পদ সুফলভোগী সিআইজিদের মাঝে নতুন নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তর বা সম্প্রসারণ এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত সহজীকরণ ও বাজার প্রবেশে সুযোগ সৃষ্টির জন্য এআইএফ-২ থেকে "ম্যাচিং গ্রান্ট" হিসাবে অনুদান (অ-ফেরতযোগ্য) আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এই অনুদান সিআইজি সদস্যদের সঞ্চয় মনোভাব গড়ে তুলবে, দলীয় সম্পদের টেকসই উন্নয়নে বিনিয়োগের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তাদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ জন্য সিআইজি দল বা গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের প্রাণিসম্পদ পণ্য বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে AIF-2 থেকে "ম্যাচিং গ্রান্ট" হিসাবে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে।

AIF-2 এর "ম্যাচিং গ্রান্ট বা বিনিয়োগ তহবিল" প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার নিমিত্ত নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে -

৪.১ AIF-2 আবেদনকারী সিআইজি এর ধরণ ও যোগ্যতা ঃ

১) সিআইজি এর ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে এবং সদস্যগণকে নিয়মিত সঞ্চয়কারী হতে হবে।

২) সিআইজি-কে আনুষ্ঠানিকভাবে (সরকারীভাবে) যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিত হতে হবে।

৩) ম্যাচিং গ্রান্ট এর জন্য আবেদনকালে উপ-প্রকল্পের প্রাক্কলিত বাজেটের কমপক্ষে ৩০% অর্থ সঞ্চয় হিসাবে হিসাবে সিআইজি এর ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকতে হবে।

৪) AIF-2 কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নকারী সিআইজি অর্থাৎ যে সকল সিআইজি এর কার্যক্রম Balanced Score Card (BSC) মূল্যায়নে "এ" অথবা "বি" গ্রেড প্রাপ্ত হবে কেবল সে সকল সিআইজি আবেদন করতে পারবে (পরিশিষ্ট - ১ ও ২)।

৫) AIF-2 আওতায় উপ-প্রকল্প প্রস্তাব চেয়ে নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক অবশ্যই BSC দিয়ে সিআইজি মূল্যায়ন করতে হবে এবং উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৬) AIF-2 আওতায় উপ-প্রকল্পে আর্থিক সহায়তায় সিআইজি-কে কেবল দলীয়ভাবে বিবেচনা করা হবে অর্থাৎ সিআইজি এর একক কোন সদস্য উপ-প্রকল্প জমা দেয়ার জন্য বিবেচ্য হবে না।

৪.২ AIF-2 ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ

১) এনএটিপি-২ ভুক্ত ২৭০টি উপজেলায় (এনএটিপি-১ ভুক্ত ১০৭টি ও নতুন ১৬৩টি উপজেলায়) সিআইজি প্রণীত সম্ভাবনাময় উপ-প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে AIF-2 বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রযোজ্য হবে।

২) AIF-2 এর "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর জন্য এনএটিপি-২ এবং আবেদনকারীর (সিআইজি) আর্থিক অনুপাত হবে ৭০ ঃ ৩০ অর্থাৎ প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত বাজেটের সর্বোচ্চ ৭০% ব্যয় এনএটিপি-২ থেকে অনুদান হিসেবে আবেদনকারী (সিআইজি)-কে প্রদান করা যাবে এবং কমপক্ষে ৩০% অর্থ নগদে আবেদনকারী (সিআইজি)-কে প্রকল্পের কাজে ব্যয় করতে হবে। এ জন্য উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিলের সময় প্রাক্কলিত বাজেটের কমপক্ষে ৩০% অর্থ সঞ্চয় হিসাবে CIG ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকতে হবে।

৩) ১টি উপ-প্রকল্পে AIF-2 থেকে সর্বোচ্চ প্রদেয় আর্থিক অনুদানের পরিমান হবে উক্ত উপ-প্রকল্পের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দের ৭০%, অর্থাৎ সর্বোচ্চ বরাদ্দ ৩.৮৭ লক্ষ টাকা বা ৫,০০০ ডলার। অবশিষ্ট ৩০% অর্থাৎ ১.৬৬ লক্ষ টাকা সিআইজি-কে নিজস্ব ব্যাংক একাউন্টে জমাকৃত সঞ্চয় থেকে প্রদান করতে হবে। তাই

সিআইজি কর্তৃক উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিলের সময় প্রাক্কলিত বাজেটের কমপক্ষে ৩০% অর্থ সঞ্চয় হিসাবে সিআইজি এর ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকতে হবে। ফলে একটি উপ-প্রকল্পে এআইএফ-২ অনুদান ও সিআইজি তহবিল মিলে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দের পরিমান হবে ৫.৫৩ লক্ষ টাকা। যদি কোন কারণে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে সিআইজি এর নিজস্ব তহবিল থেকে উক্ত অতিরিক্ত ব্যয় মিটাতে হবে, কেননা AIF-2 থেকে উপ-প্রকল্পের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দের ৭০% অথাৎ সর্বোচ্চ বরাদ্দ ৩.৮৭ লক্ষ টাকা বা ৫,০০০ ডলার এর অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের সুযোগ নাই। অন্যদিকে যদি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ অর্থাৎ ৩.৮৭ লক্ষ টাকা থেকে কম বরাদ্দের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে AIF-2 ও সিআইজি কর্তৃক প্রদেয় টাকার পরিমান আনুপাতিক হারে কমে যাবে, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে AIF-2 তে বরাদ্দ থাকলেও উপ-প্রকল্পের প্রয়োজন না থাকায় সেখানে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না।

৪) AIF-2 অনুদান সে সকল উপ-প্রকল্পে ব্যয় করা যাবে যেখানে সময়ের সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধি হবে এবং উক্ত উৎপাদন টেকসই ও বাজার ব্যবস্থাপনায় সহায়তা হবে। এ জন্য যে সকল উপ-প্রকল্প প্রস্তাব দীর্ঘ সময় ব্যাপী অধিক উৎপাদন ও আয় বর্ধণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থায় সক্ষম বলে প্রতীয়মান হবে, সে সকল উপ-প্রকল্পে ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান করা হবে।

৫) ম্যাচিং গ্রান্ট গ্রহণকারী সিআইজি এর অর্থের পরিপূরক ও অংশ হিসেবে AIF-2 গ্রান্ট প্রদান করা হবে।

৬) যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে (সরকারীভাবে) নিবন্ধনকৃত এবং সদস্যগণ নিয়মিত সঞ্চয়কারী ও ব্যাংক একাউন্ট আছে এমন সিআইজিগুলো বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এককালীন অনুঘটক অর্থায়নের যোগ্য হবে। এ জন্য প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উত্তম মানসম্পন্ন সিআইজিগুলোর প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলোতে AIF-2 অনুদান প্রদান করা হবে।

৭) এনএটিপি-২ মেয়াদে কোন একটি সিআইজি AIF-2 এর "ম্যাচিং গ্রান্ট" একবারই প্রাপ্য হবে।

৮) অনুদান প্রাপক সিআইজি ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

৯) মূলধন সামগ্রী (উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রপাতি) ক্রয় এর জন্য AIF-2 আওতায় প্রদত্ত "ম্যাচিং গ্রান্ট" ব্যবহার করতে হবে। উপ-প্রকল্প পরিচালনা ব্যয় (operation cost), উপকরণ বা অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য চলমান ব্যয় (recurrent expenditure) যেমন শ্রম মজুরী, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের AIF-2 এর অনুদানের অংশ থেকে ব্যয় নির্বাহে অনুমোদন দেয়া যাবে না, তা আবেদনকারী সিআইজি এর ৩০% অংশ থেকে বহন করতে হবে।

১০) উপ-প্রকল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী অনুমোদিত অনুদানের অর্থ কিস্তিতে/পর্যায় ক্রমে/এককালীন ছাড় করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ সম্পাদিত কাজের সরেজমিন মূল্যায়ন পরিস্থিতি এবং ম্যাচিং গ্রান্ট গ্রহণকারী সিআইজি কর্তৃক সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়ের শর্ত প্রযোজ্য হবে।

১১) পরিবেশ ও সমাজিক সুরক্ষায় কোন প্রকার নেতিবাচক প্রভাবের সম্ভাবনা রয়েছে এমন কোন উপ-প্রকল্প প্রস্তাবে AIF-2 অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না। এ জন্য প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের সাথে পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদি এর স্ক্রীনিং চেক-লিস্ট সংযুক্ত করতে হবে (পরিশিষ্ট - ৫)।

১২) এনএটিপি-২, পিআইইউ ঃ প্রাণিসম্পদ অঙ্গ থেকে AIF-2 এর আওতায় আর্থিক সহায়তার নিমিত্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনার আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হবে। সকল সিআইজি-কে উক্ত বিজ্ঞপ্তি নিশ্চিতভাবে অবহিত করার জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তাঁর দপ্তর, FIAC এবং CEAL এর মাধ্যমে সিআইজিদের সহিত বহুল সংযোগের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নেবেন।

১৩) সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা-কে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (সিআইজি এর নিকট থেকে উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে) তা অনুমোদনের জন্য পরিচালক, পিআইইউ ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রেরণ করতে হবে।

১৪) পরিচালক, পিআইইউ ঃ প্রাণিসম্পদ অংগ এর দপ্তরে প্রাপ্ত উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবসমূহ জাতীয় পর্যায়ে ১টি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করার পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নিকট প্রেরণ করা হবে।

১৫) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর অনুমোদন পাওয়া গেলে উপ-প্রকল্পের ব্যাংক একাউন্টে (সিআআইজি এর ব্যাংক একাউন্ট) "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর অনুদান ছাড় করা যাবে। এ জন্য অনুদান প্রাপক সিআইজি ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সঙ্গে একটি চুক্তি পত্র (পরিশিষ্ট-৪) স্বাক্ষরিত হতে হবে ।

৪.৩ AIF-2 অর্থায়নের মূল্যমান ঃ

শুধু মাত্র নির্বাচিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবগুলোতে অর্থায়ন করা যাবে। প্রতিটি উপ-প্রকল্প বরাদ্দের ৭০% অথাৎ সর্বোচ্চ বরাদ্দ ৩.৮৭ লক্ষ টাকা বা ৫,০০০ ডলার এআইএফ-২ থেকে প্রদান করা যাবে। অবশিষ্ট ৩০% অথাৎ ১.৬৬ লক্ষ টাকা সিআইজি-কে তার সঞ্চয় থেকে প্রদান করতে হবে।

৪.৪ AIF-2 অর্থায়নের লক্ষমাত্রা ঃ

পিআইইউ ঃ এনএটিপি-২, ডিএলএস এর মাধ্যমে AIF-2 এর আওতায় ৯৪০টি প্রাণিসম্পদ সিআইজি এর উপ-প্রকল্প অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে।

৪.৫ AIF-2 অর্থায়নের আর্থিক সহায়তার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ ঃ

সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সিআইজি এর মৌলিক চাহিদা পূরণে AIF-2 থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। এ বিবেচনায় সম্ভাব্য যে সকল ক্ষেত্রগুলোর উপর জোর দেয়া হবে তা হচ্ছে ঃ

- ব্যয়বহুল ও সহজলভ্য প্রযুক্তি গ্রহণ
- খামার সম্প্রসারণে যান্ত্রিকীকরণ
- উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাণিজ্যিকীকরণ
- উৎপাদিত পণ্যের সংগ্রহউত্তর প্রযুক্তি গ্রহণ ও উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা।

উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোর (যা সীমিত নয়) জন্য অর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে ঃ

- খামার সম্প্রসারণে যান্ত্রিকীকরণে -
  ১) চপার মেশিন ক্রয়
  ২) মিল্কিং মেশিন ক্রয়
  ৩) ফিড মিক্সিং মেশিন ক্রয়
  ৪) ইউএমএস মিক্সিং মেশিন ক্রয়
  ৫) বর্জ্য ব্যাবস্থাপনায় বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন

- উৎপাদিত পণ্যের সংগ্রহউত্তর প্রযুক্তি ও উন্নত খামার ব্যবস্থাপনায় -
  ১) ক্রিম সেপারেটর মেশিন ক্রয়
  ২) দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয়
  ৩) মিল্ক চিলিং প্লান্ট স্থাপন
  ৪) মিল্ক ক্যান ক্রয়

- উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাণিজ্যিকীকরণে -
  ১) মিনি ফিড মিল স্থাপন
  ২) মিনি পোল্ট্রি হ্যাচারি মেশিন স্থাপন
  ৩) মিল্ক প্রসেসর
  ৪) ভ্যান/গাড়ি

বি ঃ দ্র ঃ সিআইজি-কে AIF-2 আওতায় উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করার সময় যে সকল যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ সহজলভ্য, সে সকল যন্ত্রপাতি ও এর খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ে প্রস্তাব করতে হবে।

৫. উপ-প্রকল্প ডিজাইন প্রক্রিয়া ও উপ-প্রকল্প নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

- উপ-প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক এমন যোগ্য উপ-প্রকল্পের জন্য AIF-2 থেকে আর্থিক আনুদান প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। তাই কেবল যোগ্যতাসম্পন্ন সিআইজি উপ-প্রকল্প প্রণয়ন করবে। প্রযুক্তি গ্রহণ, বিস্তার এবং বাজার সংযোগ উন্নয়নে AIF-2 এর অর্থায়ন সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত থাকবে।
- প্রকল্প এলাকায় সিআইজি এর উপ-প্রকল্প প্রস্তাব ভিত্তিক "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রদান করা হবে। উক্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনার মান/যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রদান করা হবে।
- উপ-প্রকল্পের অপারেটিং ব্যয়, খামার উপকরণ বা অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রবাদি ক্রয়/সংগ্রহে ব্যয় সিআইজি কর্তৃক বহন করতে হবে।

৬. উপ-প্রকল্প আহ্বান ও বহুল প্রচারণা ঃ

"ম্যাচিং গ্রান্ট" এর সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে পিআইইউ ঃ ডিএলএস, এনএটিপি-২ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও তা গণযোগাযোগ এবং ওয়েব-বেজ্ড বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সিআইজি-দের নিকট বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে যোগ্য সিআইজি-দের নিকট থেকে সম্ভাব্য উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনার প্রস্তাব চেয়ে পিআইইউ ঃ ডিএলএস থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি উন্মুক্ত প্রচারণার জন্য প্রকল্পাধীন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর বা তৃণমূল পর্যায়ে FIAC থেকে CEAL এর মাধ্যমে সিআইজিগুলোর সাথে ব্যাপক গণযোগাযোগ করে AIF-2 "ম্যাচিং গ্রান্ট" বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে CEAL গুলোকে অবহিত করণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রাপ্তিতে সিআইজি এর যোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি ঃ

- সিআইজি দলের কোন একক সদস্য উপ-প্রকল্প দাখিলের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
- যে সকল সিআইজি Balanced Score Card (BSC) মূল্যায়নে (পরিশিষ্ট ১ ও ২) "এ" অথবা "বি" গ্রেড মানে উর্ত্তীণ, শুধু মাত্র সে সকল সিআইজি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পে "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রাপ্তির জন্য যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে।
- এ জন্য AIF-2 "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রদানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০দিন পূর্বে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক BSC ছকে সিআইজি মূল্যায়নপূর্বক সিআইজি এর গ্রেড বা মান যাচাই করতে হবে।
- উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে BSC ছকে সিআইজি এর যাচাইকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে।
- সিআইজি-কে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পে "ম্যাচিং গ্রান্ট" পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি থাকতে হবে ঃ

  ১) সিআইজি সদস্যগণকে নিয়মিত সঞ্চয়ী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং ব্যাংক একাউন্টে সঞ্চয়কৃত অর্থ জমা থাকতে হবে (উপযুক্ত প্রমাণ হিসাবে ব্যাংক বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে)।

  ২) সিআইজিকে আনুষ্ঠানিকভাবে (সরকারীভাবে) নিবন্ধনকৃত হতে হবে (নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করতে হবে)।

  ৩) প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত বাজেটের কমপক্ষে ৩০% অর্থ সঞ্চয় হিসাবে সিআইজি এর ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকতে হবে।

  ৪) প্রাণিসম্পদ উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।

  ৫) সিআইজি সদস্যগণ সম্পূর্ণভাবে পুরুষ/মহিলা বা পুরুষ-মহিলা মিশ্র হতে পারবে।

  ৬) সিআইজি এর নিকট BSC মূল্যায়ন পত্র থাকতে হবে যা উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সিআইজি কর্তৃক উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিলের অনউর্দ্ধে ৩০ দিন পূর্বে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত BSC মূল্যায়ন করতে হবে।

৮. উপ-প্রকল্প প্রণয়ন পদ্ধতি ঃ

১) AIF-2 আওতায় উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে সিআইজি সদস্যগণ একটি সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করবেন। উক্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণ সভায় সিআইজি সদস্যগণ প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী নন-সিআইজি সদস্যদেরকেও উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। সমস্যা চিহ্নিত হলে উক্ত চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে একটি উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করতে হবে। এআইএফ-২ আওতায় আর্থিক সহায়তা পেতে উক্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করার জন্য এনএটিপি-২ এর প্রস্তুতকৃত প্রকল্প ছক ব্যবহার করতে হবে (পরিশিষ্ট-৩)।

২) উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করার সুবিধার্থে সিআইজি এর সমস্যা চিহ্নিত করণ সাধারণ সভায় প্রকল্পের জন্য চাহিদাকৃত অনুদানের পরিমান ও তার স্বপক্ষে সঠিক যুক্তি, কি ধরণের সম্পদের প্রয়োজন, সম্পদের মালিকানা, ব্যবহার প্রক্রিয়া, সুবিধা বন্টন ব্যবস্থা ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে চুড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩) ভাল পরিকল্পনা, আর্থিকভাবে লাভযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করতে CEAL ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীগণ সিআইজি-কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

৯. উপ-প্রকল্প দাখিলের সময়সীমা ঃ

উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৪৫ দিনরে মধ্যে সিআইজি-কে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-৩) উপ-প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত সকল উপ-প্রকল্পের প্রাপ্তির বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রদান করা হবে।

১০. উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প যাচাইকরণ ঃ

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে দাখিলকৃত সকল উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই করতে হবে। সিআইজি কর্তৃক উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিলের ২০ দিনের ভিতর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা-কে উক্ত যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন করে ৩০ দিনের মধ্যে তা পরিচালক, এনএটিপি-২, পিআইইউ ঃ প্রণিসম্পদ অংগ এর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যাচাই করতে হবে ঃ

ক্রমিক নং	যাচাইকরণ মানদণ্ড	পর্যবেক্ষণ		মন্তব্য
		হ্যাঁ	না	
১	সিআইজি কি ভাল গ্রেড বজায় রাখে? মন্তব্য ঘরে BSC গ্রেড "এ" অথবা "বি" কোনটি হবে মন্তব্য করুন।			
২	সিআইজি এর কি ব্যাংক একাউন্ট আছে? মন্তব্য ঘরে ব্যাংক হিসাব নম্বর, ব্যাংক এর নাম ও শাখার নাম উল্লেখ করুন।			
৩	সিআইজি কি আনুষ্ঠানিকভাবে (সরকারীভাবে) নিবন্ধনকৃত? মন্তব্য ঘরে সিআইজি নিবন্ধন নম্বর ও নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করুন।			
৪	উপ-প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ব্যবহারে সিআইজি এর সক্ষমতা আছে কি? মন্তব্য ঘরে সিআইজি সদস্য কোন ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়েছে, দক্ষ জনশক্তি, ড্রাইভার, অপারেশন নির্দেশিকা ও পার্কিং এলাকা আছে কি না ইত্যাদি উল্লেখ করুন।			
৫	যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিআইজি কোন নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে কি? মন্তব্য ঘরে তার বিবরণ উল্লেখ করুন।			
৬	উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সিআইজি উপযুক্ত সক্ষমতা রাখে কি? মন্তব্যে অতীত অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ব্যবহারের			

ক্রমিক নং	যাচাইকরণ মানদণ্ড	পর্যবেক্ষণ		মন্তব্য
		হ্যাঁ	না	
	সক্ষমতা, অপারেশন ম্যানুয়াল, অর্জিত তহবিল (ব্যাংকে সঞ্চয়কৃত অর্থের পরিমান), অফিস বা সভার স্থান ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করুন।			
৭	প্রস্তাবিত এলাকায় উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নে যথাযথ উপযোগিতা রয়েছে কি? উপ-প্রকল্পে সিআইজি এর চাহিদা, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে কি না ও বাজার সুবিধা সম্প্রসারিত হবে কি না ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ঘরে বিস্তারিত লিখুন।			

তারিখসহ স্বাক্ষর	তারিখসহ স্বাক্ষর	তারিখসহ স্বাক্ষর
নাম	নাম	নাম
পদবী ঃ CEAL	পদবী ঃ LEO	পদবী ঃ ULO
কর্মস্থল ঃ	কর্মস্থল ঃ	কর্মস্থল ঃ
মোবাইল নম্বর ঃ	মোবাইল নম্বর ঃ	মোবাইল নম্বর ঃ

১১. প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প জাতীয় পর্যায়ে কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন ঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের জাতীয় মূল্যায়ন কমিটি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলো মূল্যায়ন করবেন। উক্ত কমিটিতে পরিচালক, এনএটিপি-২, পিআইইউ ঃ ডিএলএস সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১১.১ উপ-প্রকল্পগুলো মূল্যায়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো যাচাই করা হবে ঃ

১) প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলো প্রেরণের পূর্বে উপজেলা প্রণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক তা মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই করা হয়েছে কি না (যাচাইকালে দেখতে হবে - ব্যাংক হিসাব, সঞ্চয় কার্যক্রম, নিবন্ধন, প্রস্তাবিত সরঞ্জাম/সরঞ্জামের সম্ভাব্যতা, ড্রাইভারের জন্য অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা ও পার্কিং এলাকা আছে কি না ইত্যাদি) ?

২) এনএটিপি-২ এর উদ্দেশ্যের সাথে উপ-প্রকল্পের সামঞ্জস্যতা আছে কি না ?

৩) উপ-প্রকল্পটির প্রযুক্তিগত এবং ভৌত কার্যক্রমের বাস্তব উপযোগিতা (উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা এবং বাজার সংযোগের উন্নতি সাধন)।

৪) উপ-প্রকল্পটির টেকসই হওয়ার সুযোগ (সদস্যদের অংশগ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ লভাংশ বন্টন ব্যবস্থা) রয়েছে কি না ?

৫) অর্থনৈতিক সুবিধাদি।

৬) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভাবিত নতুন ধারণাগুলি বিস্তারের সুযোগ ইত্যাদি।

৭) অন্যান্য।

❖ বাছাইকৃত উপ-প্রকল্পগুলো অধিকতর প্রক্রিয়াকরণ/মূল্যায়ন এবং পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য বিবেচনা করা হবে।

১১.২ জাতীয় কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন ঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মূল্যায়ন কমিটি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলো পর্যালোচনা/পুনর্বিবেচনা করবেন এবং যোগ্যতা ও মূল্যায়ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে মান (স্কোর) নির্ধারণ পূর্বক সুপারিশ করবেন। এই কার্যক্রম পরিচালক, এনএটিপি-২, পিআইইউ ঃ ডিএলএস-কে উপ-প্রকল্পগুলো প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প নির্বাচনে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যাচাই করা হবে ঃ

ক্রমিক নং	যাচাইকরণ মানদণ্ড	হ্যাঁ/ না	উপ-প্রকল্প প্রস্তাব ও মাঠপর্যায়ে যাচাই প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন পর্যবেক্ষন	মোট মান	প্রাপ্ত মান
১.	নির্ধারিত ছকে এবং সিআইজি এর চাহিদা প্রেক্ষিতে উপ-প্রকল্পটি প্রস্তুত করা হয়েছে কি না?			৫	
২.	উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কি না এবং তা এনএটিপি-২ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না?			৫	
৩.	খামারের উৎপাদনশীলতা, আয় ও বাজার সংযোগ বৃদ্ধিতে উপ-প্রকল্পটি সহায়তা করবে কি না এবং খামারীদের অন্য কোন সুবিধা হবে কি না?			১০	
৪.	উপ-প্রকল্পে বর্ণিত পরিকল্পিত কার্যক্রম প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে যথোপযুক্ত এবং যথাযথ কি না?			১০	
৫.	বর্ণিত সমস্যা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম প্রস্তাবিত বাজেটের সাথে বাস্তবসম্মত কি না?			১০	
৬.	প্রকল্প বাস্তবায়নে সিআইজি এর সামর্থ্য আছে কি না?			৫	
৭.	সিআইজি সরকারীভাবে নিবন্ধিত কি না?			১৫	
৮.	উপ-প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট বাজেটের কমপক্ষে ৩০% অর্থ সঞ্চয় হিসাবে সিআইজি এর ব্যাংক একাউন্টে জমা আছে কি না?			১৫	
৯.	খামার কার্যক্রম উন্নয়নে সিআইজি এর প্রমানিত কোন নজির আছে কি না?			৫	
১০.	সিআইজি দলে মহিলা সদস্য আছে কি না? (মহিলা সিআইজি হলে ৫ নম্বর, মহিলা-পুরুষ মিশ্র সিআইজি হলে ৩ নম্বর, পুরুষ সিআইজি হলে ২ নম্বর পাবে)			৫	
১১.	উপ-প্রকল্পটির প্রাপ্ত ফলাফল পুনরাবৃত্তি (Raplication) এর সুযোগ আছে কি না?			৫	
১২.	সরেজমিন যাচাই প্রতিবেদন			১০	
	সর্বমোট			১০০	

* প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর ঃ

১। ২। ৩। ৪। ৫।

১২ উপ-প্রকল্প অনুমোদন ঃ

- জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে "ম্যাচিং গ্রান্ট" মঞ্জুরীর জন্য উপ-প্রকল্প প্রস্তাব গৃহীত হবে।
- জাতীয় মূল্যায়ন কমিটি তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিচালক, পিআইইউ ঃ ডিএলএস, এনএটিপি-২ এর নিকট প্রদান করবেন।
- পরিচালক, পিআইইউ ঃ ডিএলএস, এনএটিপি-২ উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট উপস্থাপন করবেন।
- শুধুমাত্র যোগ্য/সফল সিআইজি "ম্যাচিং গ্রান্ট" মঞ্জুরীর জন্য বিবেচিত হবে।
- পরিচালক, পিআইইউ ঃ ডিএলএস, এনএটিপি-২ শুধুমাত্র অনুমোদনকৃত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।
- উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উক্ত সিদ্ধান্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সিআইজি-কে অবহিত করবেন।

১৩ অর্থ ছাড় করার প্রক্রিয়া ঃ

- AIF-2 তহবিল থেকে অর্থ বিতরণ ও তহবিল প্রবাহ প্রক্রিয়ায় সকল উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ, আর্থিক প্রতিবেদন, অডিটিং ইত্যাদি কার্যক্রম একই নিয়মে পালন করা হবে।
- অনুমোদনকৃত উপ-প্রকল্পের জন্য "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর অর্থ পরিচালক, পিআইইউ ঃ ডিএলএস, এনএটিপি-২ থেকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার ব্যাংক একাউন্টে ছাড় করা হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সরাসরি সংশ্লিষ্ট সিআইজি এর ব্যাংক একাউন্টে উক্ত অর্থ ছাড় করবেন এবং এর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সিআইজি-কে প্রদান করবেন।
- নিম্ন বর্ণিত মানদন্ড (criteria) অনুসরণ ও শর্ত সাপেক্ষে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সিআইজি এর ব্যাংক একাউন্টে উক্ত অর্থ ছাড় করবেন ঃ
    - উপ-প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলে এবং তার যথার্থতা সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার যাচাইয়ে পাওয়া গেলে।
    - সিআইজি গ্রহণ কমিটি কর্তৃক ক্রয়কৃত সমগ্রী (মালামাল) গ্রহণের প্রত্যায়ন প্রদান করা হলে।
    - সিআইজি-কে মূল বিল, মজুদ বহিতে স্টক এন্ট্রি পূর্বক সকল ভাউচার, ট্যাক্স ও ভ্যাট এর চালান, কোটেশন ইত্যাদি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করা হলে।
    - উপ-প্রকল্পের মোট ব্যয়িত অংশের কমপক্ষে ৩০% অংশ সিআইজি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে একাউন্ট payee চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে তার প্রমাণক হিসাবে সিআইজি ব্যাংক বিবরণী দাখিল করা হলে।
- উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উপ-প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ বিশ্বস্ততা ও সুরক্ষার সাথে উপ-প্রকল্পের জন্য প্রদত্ত অর্থের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করবেন এবং তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডারদের নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

১) তহবিল ব্যবস্থাপনা ঃ

উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনার অনুকুলে প্রদত্ত "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট সিআইজি এর ব্যাংক একাউন্টে জমা করা হবে এবং সেই ব্যাংক একাউন্ট থেকেই উপ-প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২) উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য ফান্ড শেয়ারিং ঃ

AIF-2 থেকে "ম্যাচিং গ্রান্ট" কার্যক্রমের আওতায় অনুদানের জন্য মুঞ্জুরি প্রাপ্ত প্রতিটি উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট সিআইজি-কে মোট প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৭০% অর্থ প্রদান করা হবে। AIF-2 অনুদান থেকে প্রতিটি উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য সর্বোচ্চ অর্থের পরিমান হচ্ছে ৫০০০ ইউএস ডলার (বাংলাদেশ টাকায় ৩.৮৭

লক্ষ টাকা) এবং সংশ্লিষ্ট সিআইজি এর অংশ হবে ন্যূনতম ৩০% যা সঞ্চয় হিসাবে সিআইজি এর ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকতে হবে।

৩) উপ-প্রকল্পের মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ

উপ-প্রকল্পের তালিকাভূক্ত সকল মালামাল ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুদান গ্রহীতা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সিআইজি নিম্ন বর্ণিত নিয়ম পালন করতে দায়বদ্ধ থাকবে ঃ

- সরলীকৃত (সহজসাধ্য) ক্রয় পদ্ধতি ঃ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য যাচাইয়ের ভিত্তিতে স্পট কোটেশনের মাধ্যমে সহজসাধ্য ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। কোটেশনের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য প্রদানকালে উদ্ধৃত মূল্যের বিপরীতে ভ্যাট কত তা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

- সরাসরি পণ্য ক্রয় পদ্ধতি ঃ পণ্যের ন্যায্য মূল্য এবং গুণগতমান নিশ্চিত করে ছোট ছোট পণ্য সরাসরি ক্রয় করা যেতে পারে। পণ্য প্রাপ্তির বিষয়টি সীমিত হলে, একক উৎস ক্রয় পদ্ধতি অনুবরণ করে পণ্য ক্রয় করা যেতে পারে।

- পণ্যের মূল্যমান টাকা ২৫,০০০.০০ বা তার নিচে হলে সিআইজি নিজ ব্যবস্থামতে নগদ মূল্য পরিশোধপূর্বক বিক্রয়কারীর নিকট থেকে সরাসরি ক্রয় করতে পারবে। তবে এ ধরণের পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সিআইজি নির্বাহী কমিটির অনুমোদন লাগবে। সিআইজি নির্বাহী কমিটির উক্ত আনুমোদনের বিষয়ে নির্বাহী কমিটির কার্যবিরণীতে উপস্থিত সকল সদস্যের অবশ্যই স্বাক্ষরসহ থাকতে হবে। পণ্যের মূল্য প্রদানকালে উদ্ধৃত মূল্যের বিপরীতে ভ্যাট কত তা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

- কিছু কার্যক্রম যেমন ভ্যান গাড়ি তৈরি, খামারের জন্য ঘর নির্মাণ, বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সিআইজি সদস্যগণ উক্ত কার্যক্রমের জন্য প্রকৃত ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত করার পর সিআইজি নির্বাহী কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রাক্কলন অনুমোদিত হতে হবে। সিআইজি এর প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন বাজার দরের সংঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে কি না তা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা যাচাই করে দেখবেন।

- সিআইজিকে উপ-প্রকল্পে বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী সকল সরঞ্জামাদি/মালামাল প্যাকেজ ভিত্তিক অথবা প্যাকেজের মধ্যে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি/মালামাল-কে গ্রুপ করে লট আকারে স্থানীয়ভাবে ক্রয়ে উৎসাহিত করতে হবে। উপ-প্রকল্পে তালিকাভূক্ত হয় নাই এমন কোন সরঞ্জামাদি/মালামাল সিআইজি ক্রয় করতে পারবে না।

৪) উপ-প্রকল্পের মালামাল ক্রয় কমিটি ঃ

উপ-প্রকল্পের মালামাল ক্রয়ের জন্য AIF-2 থেকে অনুদান প্রাপ্ত সিআইজি কর্তৃক নিজ সদস্যদের মধ্যে থেকে ৫ (পাঁচ) জন সদস্য নিয়ে একটি ক্রয় কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি-কে উপ-প্রকল্পের মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে মালামাল ক্রয়/সংগ্রহে উপরে বর্ণিত নিয়ম পালন করে তালিকাভূক্ত সরঞ্জামাদি/মালামাল ক্রয় কতে হবে। ক্রয় কমিটি সততা ও নিষ্ঠার সাথে সরঞ্জামাদি/মালামাল ক্রয়ের নিশ্চয়তার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে অন্তত ৩ (তিন) জন সরবরাহকারী/ডিলারের কাছ থেকে কোটেশন (লিখিতভাবে মূল্য গ্রহন) সংগ্রহ করবেন। উক্ত তিনটি কোটেশন সংগ্রহ করার পর কোটেশনে প্রাপ্ত মূল্য সম্পর্কে সিআইজি-কে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কোটেশনে প্রদত্ত দর সম্পর্কে বাজার মূল্য যাচাই করবেন। যদি কোটেশনে প্রদত্ত দর বাজার মূল্যের সংঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তখন উক্ত ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্ত করার জন্য প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সিআইজি-কে অবগত করবেন।

৫) উপ-প্রকল্পের মালামাল গ্রহন কমিটি ঃ

উপ-প্রকল্পের জন্য সরবরাহকৃত মালামাল গ্রহন করার জন্য মালামাল ক্রয় কমিটির সদস্য ছাড়া সিআইজি এর অন্যান্য সদস্য থেকে ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি স্বাধীন মালামাল গ্রহণ কমিটি গঠন করতে হবে। মালামাল গ্রহণ কমিটি সরবরাহকৃত সরঞ্জামাদি/মালামাল মাঠ পর্যায়ে কার্যকরী কি না এবং উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবনা (specifications) অনুযায়ী উক্ত সরঞ্জামাদি/মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে কি না তা যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেলে গ্রহণ করবেন। প্রকল্পের জন্য গ্রহণকৃত সকল সরঞ্জামাদি/মালামাল একটি পৃথক মজুদ বহিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬) বিল পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

সিআইজি কর্তৃক মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক প্রয়োজনীয় সকল কাগজ পত্র সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুদানের অর্থ ছাড় করার জন্য পরিচালক, পিআইইউ ঃ প্রাণিসম্পদ অংগ, এনএটিপি-২ এর নিকট সুপারিশ প্রদান করবেন। উক্ত সুপারিশ পত্রে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা-কে প্রত্যয়ন করতে হবে যে, সিআইজি কর্তৃক উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সকল মালামাল ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত সুপারিশ পত্রের একটি নমুনা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

"এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ---------- (সিআইজি এর নাম), ---------- (অনুমোদিত উপ-প্রকল্পের নাম) উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সকল মালামাল ক্রয়ের কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ক্রয় কার্যক্রম এর বিল পরিশোধের নিমিত্ত ---------- (উপ-প্রকল্পের নাম) উপ-প্রকল্প এর অনুকুলে টাকা ---------- (কথায়) ছাড় করা যেতে পারে।"

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার উক্ত অনুরোধ পত্র পাওয়ার পর পরিচালক, পিআইইউ ঃ ডিএলএস, এনএটিপি-২ থেকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার ব্যাংক হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করা হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উক্ত অর্থ পাওয়ার পর তা সিআইজি ব্যাংক হিসাবে ট্রান্সফার করবেন অথবা account payee cheque এর মাধ্যমে সিআইজি-কে অনুদানের অর্থ প্রদান করবেন। সিআইজি উক্ত অর্থ সরবরাহকারী ঠিকাদারকে account payee cheque এর মাধ্যমে প্রদান করবে। সকল প্রকার বিল পরিশোধে প্রয়োজনীয় বিল/ভাউচার এবং নগদ প্রাপ্তি রশিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪ সূফল ও মুনাফা বন্টন ঃ

১) উপ-প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক ব্যবহারে প্রকল্পের উপকরণসমূহ (খামার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) সাধারণত সংশ্লিষ্ট সিআইজি সদস্যগণ ব্যবহার করবেন।

২) অপারেশন খরচ, জ্বালানি/তেল, নিবন্ধন ফি এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ খরচ সংশ্লিষ্ট সিআইজি সদস্য কর্তৃক বহন করতে হবে।

৩) সিআইজি সদস্যদের অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের উপকরণসমূহ নন-সিআইজি কৃষক/খামারীদের ভাড়ার মাধ্যমে ব্যবহার করার জন্য দেয়া যেতে পারে। স্থানীয় চাহিদার ও ব্যবহারের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সিআইজি সদস্য কর্তৃক সাধারণ সভায় উপ-প্রকল্পের উপকরণসমূহের ভাড়ার হার নির্ধারণ করতে হবে।

৪) প্রকল্পের উপকরণসমূহ ভাড়ায় প্রদান থেকে অর্জিত আয় সিআইজি সদস্যদের আয়বর্ধক ও দলের উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৫ ক্রয়কৃত মালামাল/সরঞ্জামাদি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ঃ

১) ক্রয়কৃত মালামাল ব্যবহারে সিআইজি কর্তৃক একটি ব্যবহার নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রস্তুত করতে হবে।

২) সিআইজি এর "ম্যাচিং গ্রান্ট" উপ-প্রকল্প ভিত্তিক হবে এবং এই অনুদান একটি সিআইজি এর জন্য একবারই প্রযোজ্য হবে।

৩) উপ-প্রকল্পাধীন ক্রয়কৃত সকল সরঞ্জামাদি/মালামাল সিআইজি এর সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এই সম্পদ হস্তান্তর যোগ্য নয়।

৪) উপ-প্রকল্পের "ম্যাচিং গ্রান্ট" ব্যবহার করে সিআইজি এর সম্পদ বৃদ্ধি হবে এবং উক্ত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত আয় সিআইজি এর ক্যাপিটাল অ্যাসেট/স্থায়ী সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে।

৫) উপ-প্রকল্পের অনুরূপ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় উক্ত সম্পদ ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা সিআইজি এর উন্নয়নে অন্য যে কোন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৬ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা ঃ

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বা এনএটিপি-২ প্রকল্পে তাঁর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত ভূমিকা পালন করে উপ-প্রকল্পে অর্থিক ব্যাবস্থাপনায় সহায়তায় প্রদান করবেন ঃ

১) নিশ্চিত করতে হবে যে, সিআইজি সদস্যগণ যৌথ পরিকল্পনায় উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করেছেন এবং তা সংশ্লিষ্ট সিআইজি এর সাধারণ সভায় গৃহীত হয়েছে।

২) নিশ্চিত করতে হবে যে, উপ-প্রকল্পের মোট খরচের সিআইজি অবদানের সমপরিমান (৩০%) অর্থ সংশ্লিষ্ট সিআইজি এর সঞ্চয় হিসাবে ব্যাংক একাউন্টে জমা আছে।

৩) উপ-প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় নির্দেশিকা প্রণয়ন, হিসাব প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা কার্যক্রমে সিআইজি-কে সর্বাত্বক সহায়তা প্রদান।

৪) উপ-প্রকল্পের সকল কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরামর্শ সেবা, তহবিল ব্যাবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলি যেমন- ব্যাংক একাউন্ট, হিসাব পরিচালনা, রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, ক্রয় কার্যক্রম, সুবিধা বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সহায়তা প্রদান।

৫) পিআইইউ ঃ ডিএলএস এর সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়, তহবিল পরিচালনা, ক্রয় কার্যক্রম ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিআইজি এর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ।

৬) AIF-2 থেকে "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সিআইজি এর সম্পদ, আর্থিক ব্যাবস্থাপনা, ক্রয় কার্যক্রম, ব্যয় কার্যক্রম, উপ-প্রকল্প কার্যক্রম ইত্যাদি অগ্রগতির বিষয়ে পিআইইউ ঃ প্রাণিসম্পদ অংগ/পিএমইউ-কে সময়মত ও সঠিক তথ্য সরবরাহসহ এ ধরণের সকল তথ্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও স্থানীয় FIAC অফিস-এ হালনাগাদ করণ।

৭) আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অথবা অন্য কোন সংশোধন (যদি থাকে) সম্পর্কে "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর প্রযোজ্যতা (applicability) বিষয়ে পিআইইউ ঃ ডিএলএস/পিএমইউ-কে জানাতে হবে।

১৭ হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ

১) AIF-2 থেকে প্রাপ্ত "ম্যাচিং গ্রান্ট" সিআইজি-কে নগদ অর্থ/চেক/ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি জমা দেয়া এবং যে কোন পরিমান অর্থ উত্তোলনের নিমিত্ত তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব পরিচালনা করতে হবে। তবে উপ-প্রকল্পের অর্থ পরিচালনার জন্য সিআইজি-কে পৃথক কোন ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে না, কেননা সিআইজি এর একটি ব্যাংক একাউন্ট ইতোমধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত ব্যাংক একাউন্টেই উপ-প্রকল্পের অর্থ ও বেনিফিট/লাভ পরিচালিত হবে।

২) ব্যাংকের সাথে কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে, টাকা জমাকরণ বা উত্তোলন করতে, ব্যাংক এর চেক স্বাক্ষর প্রক্রিয়া সিআইজি এর By-laws নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হবে।

৩) হিসাব পদ্ধতির নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের সকল প্রকার ব্যয়ের বিল-ভাউচার, বড় বড় ক্রয় কার্যক্রমের ডকুমেন্ট (টেন্ডার অথবা স্পট কোটেশন) সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সে আনুযায়ী উপ-প্রকল্পের অনুদানের খাতওয়ারী রেকর্ড রাখতে হবে।

৪) পিআইইউ ঃ ডিএলএস/পিএমইউ এবং অডিট উদ্দেশ্যে প্রতিবেদন করার জন্য প্রকল্পের সকল প্রকার ব্যয়ের/খরচের হিসাব, আর্থিক লেনদেনের হিসাব, ক্যাশ বহি লিখন (ডবল এন্ট্রি ক্যাশ বহি), বিল/ভাউচার, অগ্রিম প্রদানের রেকর্ড, যে সকল সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে তা রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমে/সংরক্ষণে সিআইজি এর নির্বাহী কমিটির ক্যাশিয়ার/ট্রেজারার দায়িত্ব পালন করবেন।

৫) যেহেতু AIF-2 এর অনুদান বিতরণ কার্যক্রম উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর এর এনএটিপি-২ এর ব্যাংক একাউন্ট থেকে সিআইজি ব্যাংক একাউন্টে প্রদান করা হবে, সেহেতু আর্থিক অডিট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার নথি অবশ্যই উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৮ AIF-2 কর্মক্ষমতা (performance) পরিবীক্ষণ (monitoring) ও মূল্যায়ন (evaluation) ঃ

১) অনুদান প্রদত্ত উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের অগ্রগতি পিআইইউ ঃ প্রাণিসম্পদ অংগ থেকে

নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে এবং অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে পিএমইউ-তে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

২) AIF-2 বাস্তবায়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্ত আর্থিক দিক পর্যালোচনা করার জন্য পিএমইউ কর্তৃক AIF-2 Performance Assessment পরিচালনা করা হবে (মধ্যমেয়াদি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের চূড়ান্ত বছর)।

৩) AIF-2 "ম্যাচিং গ্রান্ট" বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা (কার্যকারীতা) নিশ্চিত করার জন্য পিএমইউ কর্তৃক প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন এর সময় নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে।

৪) একটি independent firm নিয়োগের মাধ্যমে AIF-2 "ম্যাচিং গ্রান্ট" বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করে "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর সামগ্রিক সাফল্য মূল্যায়ন করা হবে।

CIG ব্যালেন্স্ড স্কোর কার্ড (যে CIG এর সদস্য সংখ্যা ২০ জন)

মূল্যায়ন কাল ঃ .....

ক অংশ ঃ সিআইজি'র বিবরণ (পুরাতন সিআইজি)

১। সিআইজির নাম ঃ

২। সিআইজি গঠনের তারিখ ঃ

৩। গ্রাম ঃ .....ইউনিয়ন ঃ ..... উপজেলা ঃ ..... জেলা ঃ .....

খ অংশ ঃ সিআইজি'র পারদর্শীতা (Performance) নিরুপণের ছক

ক্রমিক নং	পারদর্শীতা সূচক	পারদর্শীতা ভিত্তিক নম্বর				সূচক ভিত্তিক তূল্যমান (Weight)	প্রাপ্ত নম্বর (৮ = ৩ বা ৪ বা ৫ বা ৬*৭)
		ভাল নয় (১)	মোটামুটি ভাল (২)	ভাল (৩)	খুব ভাল (৪)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	সিআইজির সদস্য সংখ্যা	১০ বা কম	১১-১৫	১৬-১৯	২০	৫	
২	সিআইজি সদস্য নির্বাচন যথাযথ হয়েছে কিনা	সন্তোষজনক নয়	মোটামুটি সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	খুবই সন্তোষজনক	৭	
৩	গত ১ বৎসরে অনুষ্ঠিত সিআইজি সভার সংখ্যা	০-৩	৪-৬	৭-৯	১০ বা তাঁর বেশি	৭	
৪	সিআইজি সভায় সদস্যদের উপস্থিতি (গত ৬ টি মিটিং-এর গড়, শতকরা)	৪০% এর কম	৪০-৫৯%	৬০-৭৯%	৮০% বা বেশি	৭	
৫	সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করণ	কার্যবিবরণী নেই	হালনাগাদ নেই	মোটামুটি হালনাগাদ	হালনাগাদ ও যথাযথ	৫	
৬	সিআইজি'র সঞ্চয় কার্যক্রম	নেই	-	-	আছে	৭	
৭	সিআইজি'র তহবিল ও হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা	নেই	হালনাগাদ নেই	মোটামুটি হালনাগাদ	হালনাগাদ ও যথাযথ	৭	
৮	সিআইজি'র নিবন্ধন	নেই	-	-	আছে	৬	
৯	নিয়মিত মাইক্রোপ্লান তৈরী ও বাস্তবায়ন	নেই	-	-	আছে	৬	
১০	প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ	সন্তোষজনক নয়	মোটামুটি সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	খুবই সন্তোষজনক	৮	
১১	প্রযুক্তি অনুসরণকারী CIG র সদস্য সংখ্যা	১-৩	৪-৬	৭-১১	১২ বা তাঁর বেশি	৮	
১২	প্রযুক্তি অনুসরণকারী নন- সিআইজি সদস্য সংখ্যা	১-৯	১০-১৮	১৯-৩৫	৩৬ বা তাঁর বেশি	৮	
১৩	বেইসলাইনের তুলনায় সিআইজি সদস্যদের প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (প্রযোজ্য অনুযায়ী)	মাংস(১০%): দুধ(৭%): ডিম(১%):	মাংস(২০%): দুধ(১৫%): ডিম(৩%):	মাংস(৩০%): দুধ(২২%): ডিম(৫%):	মাংস(৪০%): দুধ(৩০%): ডিম(৭%):	৭	
১৪	সামাজিক ও পরিবেশগত দিক সম্পর্কে সচেতনতা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ	সন্তোষজনক নয়	মোটামুটি সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	খুবই সন্তোষজনক	৬	
১৫	দলগত বাজারজাতকরণ কার্যক্রম	নেই			আছে	৬	
১৬	মোট প্রাপ্ত নম্বর (ক্রমিক নং ১ হতে ১৫ এর যোগফল)					১০০	
১৭	অর্জিত স্কোর (মোট প্রাপ্ত নম্বর/১০০)						
১৮	অর্জিত গ্রেড (গ অংশে প্রদত্ত গ্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ী)						

গ অংশ ঃ গ্রেডিং পদ্ধতি

গ্রেডিং ঃ গ্রেড এ = ৪, গ্রেড বি= ৩ - ৩.৯৯, গ্রেড সি = ২ - ২.৯৯, গ্রেড ডি = ২ এর কম।

গ্রেড এ = খুব ভাল

গ্রেড বি = ভাল

গ্রেড সি = মধ্যম/মোটামুটি ভাল

গ্রেড ডি = ভাল নয়/নিম্ন মানের।

মূল্যায়নকারীর নাম ও পদবীসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

CIG ব্যালেন্স্ড স্কোর কার্ড (যে CIG এর সদস্য সংখ্যা ৩০ জন)

মূল্যায়ন কাল ঃ .....

ক অংশ ঃ সিআইজি'র বিবরণ (নতুন সিআইজি)

১। সিআইজির নাম ঃ

২। সিআইজি গঠনের তারিখ ঃ

৩। গ্রাম ঃ .....ইউনিয়ন ঃ ..... উপজেলা ঃ ..... জেলা ঃ .....

খ অংশঃ সিআইজি'র পারদর্শীতা (Performance) নিরুপণের ছক

ক্রমিক নং	পারদর্শীতা সূচক	পারদর্শীতা ভিত্তিক নম্বর				সূচক ভিত্তিক তূল্যমান (Weight)	প্রাপ্ত নম্বর (৮ = ৩ বা ৪ বা ৫ বা ৬*৭)
		ভাল নয় (১)	মোটামুটি ভাল (২)	ভাল (৩)	খুব ভাল (৪)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	সিআইজির সদস্য সংখ্যা	১৫ বা কম	১৬-২৪	২৫-২৯	৩০	৫	
২	সিআইজি সদস্য নির্বাচন যথাযথ হয়েছে কিনা	সন্তোষজনক নয়	মোটামুটি সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	খুবই সন্তোষজনক	৭	
৩	গত ১ বৎসরে অনুষ্ঠিত সিআইজি সভার সংখ্যা	০-৩	৪-৬	৭-৯	১০ বা তাঁর বেশি	৭	
৪	সিআইজি সভায় সদস্যদের উপস্থিতি (গত ৬ টি মিটিং-এর গড়, শতকরা)	৪০% এর কম	৪০-৫৯%	৬০-৭৯%	৮০% বা বেশি	৭	
৫	সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করণ	কার্যবিবরণী নেই	হালনাগাদ নেই	মোটামুটি হালনাগাদ	হালনাগাদ ও যথাযথ	৫	
৬	সিআইজি'র সঞ্চয় কার্যক্রম	নেই	-	-	আছে	৭	
৭	সিআইজি'র তহবিল ও হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা	নেই	হালনাগাদ নেই	মোটামুটি হালনাগাদ	হালনাগাদ ও যথাযথ	৭	
৮	সিআইজি'র নিবন্ধন	নেই	-	-	আছে	৬	
৯	নিয়মিত মাইক্রোপ্লান তৈরী ও বাস্তবায়ন	নেই	-	-	আছে	৬	
১০	প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ	সন্তোষজনক নয়	মোটামুটি সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	খুবই সন্তোষজনক	৮	
১১	প্রযুক্তি অনুসরণকারী CIG র সদস্য সংখ্যা	১-৩	৪-৮	৯-১২	১৩ বা তাঁর বেশি	৮	
১২	প্রযুক্তি অনুসরণকারী নন- সিআইজি সদস্য সংখ্যা	১-৯	১০-২৫	২৬-৪০	৪১ বা তাঁর বেশি	৮	
১৩	বেইসলাইনের তুলনায় সিআইজি সদস্যদের প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (প্রযোজ্য অনুযায়ী)	মাংস(১০%): দুধ(৭%): ডিম(১%):	মাংস(২০%): দুধ(১৫%): ডিম(৩%):	মাংস(৩০%): দুধ(২২%): ডিম(৫%):	মাংস(৪০%): দুধ(৩০%): ডিম(৭%):	৭	
১৪	সামাজিক ও পরিবেশগত দিক সম্পর্কে সচেতনতা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ	সন্তোষজনক নয়	মোটামুটি সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	খুবই সন্তোষজনক	৬	
১৫	দলগত বাজারজাতকরণ কার্যক্রম	নেই			আছে	৬	
১৬	মোট প্রাপ্ত নম্বর (ক্রমিক নং ১ হতে ১৫ এর যোগফল)					১০০	
১৭	অর্জিত স্কোর (মোট প্রাপ্ত নম্বর/১০০)						
১৮	অর্জিত গ্রেড (গ অংশে প্রদত্ত গ্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ী)						

গ অংশঃ গ্রেডিং পদ্ধতি

গ্রেডিংঃ গ্রেড এ = ৪, গ্রেড বি= ৩ - ৩.৯৯, গ্রেড সি = ২ - ২.৯৯, গ্রেড ডি = ২ এর কম।

গ্রেড এ = খুব ভাল

গ্রেড বি = ভাল

গ্রেড সি = মধ্যম/মোটামুটি ভাল

গ্রেড ডি = ভাল নয়/নিম্ন মানের।

মূল্যায়নকারীর নাম ও পদবীসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

সিআইজি উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করার ছক

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) : প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

(প্রতিটি উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করার সময় একই ছক পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার করতে হবে)

প্রথম অংশ (সাধারণ তথ্যাবলী)

১. সিআইজি এর নাম ঃ

২. সিআইজি এর পূর্ণ ঠিকানা (গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পোষ্ট কোড) ঃ

৩. সিআইজিটি কত সালে গঠিত হয়েছে ঃ

৪. সিআইজি এর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ (রেজিষ্ট্রেশন সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে) ঃ

৫. "ব্যালেন্সড স্কোর কার্ড (BSC) অনুযায়ী সিআইজি'র প্রাপ্ত গ্রেড (A/B) (সর্বশেষ মূল্যায়ন অনুযায়ী) ঃ

৬. সিআইজি এর কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রেক্ষিত সিআইজি কর্তৃক ইতোপূর্বে গ্রহনকৃত কার্যক্রম এবং বর্তমান চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করতে হবে।)

৭. ব্যাংক হিসাবের তথ্যাবলী ঃ (ব্যাংক এর শাখা, একাউন্ট নম্বর, বর্তমান স্থিতি হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে ইত্যাদি) ঃ

৮. সিআইজি এর যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের তালিকা ঃ

৯. উপ-প্রকল্প দাখিলে যোগাযোগকারী সিআইজি সদস্যের নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর ঃ

দ্বিতীয় অংশ (কারিগরি ও আর্থিক তথ্যাবলী) ঃ

১০. উপ-প্রকল্পের শিরোণাম (সুস্পষ্ট, অর্থবহ এবং স্বব্যাখ্যায়িত শিরোনাম) ঃ

১১.উপ-প্রকল্প এলাকা (কার্যক্রম যে এলাকায় বাস্তবায়িত হবে তার নাম) ঃ

১২. উপ-প্রকল্পের বর্ণনা (প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের ফলে এনএটিপি-২ প্রকল্পে কিরূপ প্রভাব পড়বে, উপ-প্রকল্পের কর্মকান্ড সিআইজি কর্মকান্ডের সাথে কতটা সংগতিপূর্ণ, সিআইজি কিভাবে উপ-প্রকল্প থেকে উপকৃত হবে) ঃ

(ক) পটভূমি ও যৌক্তিকতা ঃ

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১৩. বাস্তবায়ন পদ্ধতি (উপ-প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ্য করতে হবে) ঃ

১৪. প্রকল্পের মেয়াদ (প্রকল্পের কর্মকান্ড শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ করতে হবে) ঃ

(ক) ক্রয় কার্য সম্পাদন কাল ঃ

(খ) বাস্তবায়নকাল ঃ

১৫. বাজেট এবং প্রস্তাবিত "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর পরিমান (প্রাক্কলিত বাজেট প্রস্তুত করতে নিচের ছক ব্যবহার করতে হবে। উক্ত ছকে উল্লেখ করেত হবে- উপ-প্রকল্পের মোট ব্যয়, AIF-2 উৎস হতে প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা. বাজেটের প্রত্যেক লাইন আইটেমে সিআইজি কর্তৃক প্রদেয় অর্থের পরিমান ইত্যাদি) ঃ

উপ-প্রকল্পের প্রাক্কলিত বাজেট ঃ

উপ-প্রকল্পের নাম ঃ				"ম্যাচিং গ্রান্ট" ক্যাটাগরি ঃ এআইএফ-২		
খরচের খাত	সংখ্যা	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	উপ-প্রকল্প বাজেটে অবদানের পরিমান		মন্তব্য
				"ম্যাচিং গ্রান্ট" অর্থের পরিমাণ (সর্বোচ্চ৭০%)*	সিআইজি প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ (নূন্যতম ৩০%)	
ক্যাপিটাল আইটেম						
১.						
২.						
৩.						
৪. ইত্যাদি						
রিকারেন্ট আইটেম						
১.						
২.						
৩.						
৪. ইত্যাদি						

- প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পে "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর মূল্যমান নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে থাকতে হবে। প্রতি উপ-প্রকল্পে "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর পরিমান সর্বোচ্চ ৩.৮৭ লক্ষ টাকা হবে, যা উপ-প্রকল্পের সর্বোমোট ব্যয়ের ৭০%। এ ক্ষেত্রে উপ-প্রকল্পে সিআইজি প্রদত্ত অর্থের পরিমান হবে ১.৬৬ লক্ষ টাকা, যা উপ-প্রকল্পের সর্বোমোট ব্যয়ের ৩০%। ফলে উপ-প্রকল্পের মোট ব্যয় হবে ৫.৫৩ লক্ষ টাকা। যদি কোন সিআইজি তার অংশে ১.৬৬ লক্ষ টাকার চেয়ে বেশী অর্থ যোগ করতে চায় সে ক্ষেত্রে "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর পরিমান একই থাকবে অর্থাৎ ৩.৮৭ লক্ষ টাকাই থাকবে।

১৬. প্রধান প্রধান কর্মকান্ড ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ঃ

১৭. ঝুঁকি এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় পদক্ষেপ (সম্ভাব্য ঝুঁকি অথবা বাস্তবায়ন সময়কালে ঝুঁকি যা উৎপাদনকে নষ্ট বা ধ্বংস করতে পারে তা উল্লেখ করতে হবে। ঝুঁকি মোকাবেলায় যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে) ঃ

১৮. সামাজিক বিষয়াদি (প্রকল্পের কর্মকান্ড দ্বারা সিআইজি এবং পার্শ্ববর্তী কৃষক/খামারী কিভাবে লাভবান হবে তার বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ্য করতে হবে, সমাজের মহিলা কৃষক/খামারীদের লাভবান হওয়ার কোন সুযোগ আছে কি না বর্ণনা করতে হবে) ঃ

১৯. পরিবেশগত বিষয়াদি (প্রকল্প কর্মকান্ডের দ্বারা পরিবেশে কোন নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হবে কি না তা উল্লেখ করতে হবে) ঃ

২০. বাজার ব্যাবস্থাপনা ঃ স্থানীয় বাজার, শহর এবং রপ্তানি বাজারে উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সুযোগ সৃষ্টিতে উপ-প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

২১. প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সিআইজি এর সক্ষমতার বর্ণনা (পূর্ব অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি প্রয়োগ সক্ষমতা, ব্যবহার বিধি প্রণয়ন, অর্জিত সম্পদ (নগদ ও মালামাল), অফিস অথবা মিটিং এর স্থান ইত্যাদি)

২২.উপ-প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রকল্পের ধারাবহিকতা অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা (উপ-প্রকল্প মেয়াদ শেষ হলে প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা ধরে রাখার ধারবাহিকতায় কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী) ঃ

২৩. সিআইজি অভিব্যক্তি/স্বীকারোক্তি (প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিষয়ে সিআইজি যে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা উল্লেখসহ কার্যবিবরণী ও উপস্থিত সদস্যদের তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)

স্বাক্ষর

নাম
সাধারণ সম্পাদক
সিআইজি এর নাম ঃ
তারিখ ঃ
মোবাইল নম্বর ঃ

স্বাক্ষর

নাম
সভাপতি
সিআইজি এর নাম ঃ
তারিখ ঃ
মোবাইল নম্বর ঃ

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর আওতায়
AIF-2 ম্যাচিং গ্রান্ট প্রাপ্তি ও ব্যবহার সংক্রান্ত অঙ্গীকারনামা

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ..... সিআইজি এর পক্ষে AIF-2 গ্রান্ট এর আওতায় ..... শীর্ষক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আবেদন করি। উক্ত উপ-প্রকল্পটি AIF-2 আর্থিক অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) এর জন্য যোগ্য ও সম্মতি হওয়ায় আমি/আমরা AIF-2 অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) গ্রহণে সম্মত হই। উক্ত "ম্যাচিং গ্রান্ট" গ্রহনের জন্য..... সিআইজি এর পক্ষে আমি/আমরা এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, AIF-2 আর্থিক অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও সদ্ব্যবহারে নিম্নরূপ শর্তাবলী মেনে চলবো ঃ

শর্তাবলী ঃ

১. অনুদানের সমুদয় অর্থ শুধুমাত্র প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় করা হবে।
২. উপ-প্রকল্পের যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ক্রয়ে বিশ্বব্যাংক এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নিয়ম ও প্রবিধান মেনে AIF-2 অনুদানের অর্থ ব্যয় করা হবে।
৩. কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী উপ-প্রকল্পের ব্যয় বিবরণী যথাসময়ে দাখিল করা হবে।
৪. উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুদানের প্রাপ্ত অর্থের সকল প্রকার ব্যয় এবং উপ-প্রকল্প থেকে উপার্জিত আয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সিআইজি এর সকল সদস্যকে যথাবিহীত অবহিত করা হবে।
৫. উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনিয়ন/উপজেলা/জেলা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/সম্প্রসারণ কর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করা হবে এবং তাঁদের কারিগরি পরামর্শ অনুযায়ী উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
৬. ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির কারণে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার ব্যর্থতা দেখা দিলে তার দায়-দায়িত্ব আমি/আমাদেরকেই বহন করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৭. উপ-প্রকল্পে যে সব যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হবে তা অন্যত্র হস্তান্তর করা হবে না।

AIF-2 আর্থিক অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) গ্রহণ করতে আমি/আমরা উপরে বর্ণিত শর্তাবলী পালনে সম্মত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেমতে, আমি/আমরা ..... সিআইজি এর পক্ষে নিম্নোক্ত স্বাক্ষর প্রদানকারীগণ সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অদ্য ..... তারিখ অত্র অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর প্রদান করলাম।

১।

২।

.....
সিআইজি এর পক্ষে

সাক্ষীগণের স্বাক্ষর

১।

২।

৩।

প্রতিস্বাক্ষরিত

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

পরিশিষ্ট - ৫

পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে ঘোষণা

উপ-প্রকল্প প্রস্তাবে AIF-2 আর্থিক অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) পেতে হলে সিআইজি-কে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করতে হবে। কোন উপ-প্রকল্প প্রস্তাব পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা স্ক্রীনিং চেক-লিষ্ট সম্মত না হলে মাঠপর্যায়ে সরেজমিন যাচাইকালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। তাই AIF-2 আর্থিক অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) এর জন্য আকাংক্ষিত সিআইজি-কে নিম্নোক্ত চেক-লিষ্ট পূরণ করে উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত করতে হবে।

পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদি স্ক্রীনিং চেক-লিস্ট

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	জবাব (হ্যাঁ/না)	(হ্যাঁ হলে বিবরণ দিতে হবে)
	ক). পরিবেশ বিষয়ক স্ক্রীনিং চেক-লিস্ট		
১	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটিতে কি জাতীয় পার্ক ও রক্ষিত এলাকা বা কোন সংকটাপতিত জলজ বা স্থলজ আবাসস্থল ব্যবহারে মনস্থ করা হয়েছে বা উপ-প্রকল্পটি এ জাতীয় কোন সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হবে কি ?		
২	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি জাতীয় পার্ক, সংরক্ষিত বন, বন্যপ্রাণির অভয়াশ্রম বা অন্য কোন রক্ষিত এলাকার আশপাশে বাস্তবায়ন করা হবে কি?		
৩	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি জলাশয়, খাল ও পুকুর এর আশপাশে বাস্তবায়ন করা হবে কি এবং বাস্তবায়নের জন্য এগুলো ব্যবহৃত হবে বা এগুলোর ওপর নির্ভরশীল হবে কি?		
৪	উপ- প্রকল্প প্রস্তাবটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা যেমন-ভূমিধ্বস প্রবণ এলাকা, খাড়া ঢালু স্থান, পাহাড়ের উচ্চমাত্রায় অধ:পতিত ভূমি, নদীতীরস্থ ফী-বছর বন্যা প্রবণ এলাকা বা উচ্চমাত্রায় ভূমি ক্ষয়িষ্ণু এলাকায় বাস্তবায়ন করা হবে কি?		
৫	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটিতে খুবই খাড়া ঢালু স্থান বিষয়ক অনাপত্তি প্রত্যয়নের প্রয়োজন হবে কি?		
৬	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি কোন ঐতিহ্যবাহী স্থান/ধর্মীয় স্থান/গোরস্থানের পার্শ্ববতী এলাকায় স্থাপন করা হবে কি?		
৭	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি কোন কারণে বাধাগ্রস্থ হবে কি ?		
৮	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিকে বিপন্ন করবে কি?		
	খ). সামাজিক বিষয়ক স্ক্রীনিং চেক-লিস্ট		
৯	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি এমন কোন কর্মকান্ড অন্তর্ভূক্ত করবে যা উপজাতি, মহিলা এবং দুর্বল গোষ্ঠীর ওপর অপরিবর্তিনীয় প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে?		

১০	উপ-প্রকল্পটি এমন কোন কর্মকান্ড অন্তর্ভূক্ত হবে যা শিশু শ্রমের ব্যপ্তি ঘটাতে পারে কি?		
১১	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটির জন্য কি কোন পরিবারের কৃষি জমি বা জমির ওপর সৃজিত কোন সম্পদ হারানোর সম্ভাবনা থাকবে?		
১২	উপ-প্রকল্পটি বাস্তাবয়ন বা এর অবকাঠামো নির্মাণের কারণে কোন পরিবারের উচ্ছেদ ঘটাতে পারে কি?		
১৩	উপ-প্রকল্পটির কার্যক্রমে কোন কীটনাশক এবং কেমিক্যাল ব্যবহার করা হবে কি?		
১৪	১৩ নং প্রশ্নে উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে গুরুতর ক্ষতিকর এমন কীটনাশক/কেমিক্যালের নাম, ব্যবহার পদ্ধতি ও মাত্রা উল্লেখ করতে হবে।		
১৫	প্রস্থাবিত উপ-প্রকল্পটি উপ-প্রকল্প কর্মকান্ডের আশপাশে বসবাসকারী নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর উপকারে আসবে কি?		
১৬	১৫ নং প্রশ্নে উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর আনুপাতিক হার উল্লেখ করতে হবে ।		

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ..... সিআইজি এর পক্ষে AIF-2 গ্রান্ট এর আওতায় ..... শীর্ষক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে অত্র ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করলাম। অদ্য ..... তারিখ।

১।

২।

.....

সিআইজি এর পক্ষে